

রফউল য়াদাইন

নামাযে সূরা পাঠ শেষ হলে দম নেওয়ার জন্য নবী মুবাশশির ﷺ একটু চুপ থাকতেন বা থামতেন। (আবু দাউদ, হাকেম ১/২ ১৫) অতঃপর তিনি নিজের উভয় হাত দুটিকে পূর্বের ন্যায কানের উপরি ভাগ বা কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। এ ব্যাপারে এত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তা ‘মুতাওয়াতির’-এর দর্জায় পৌঁছে।

ইবনে উমার ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকু করার জন্য তকবীর দিতেন এবং রুকু থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন তাঁর উভয় হাতকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। আর (রুকু থেকে মাথা তোলার সময়) বলতেন, “সামিআ’ল্লা-হু লিমান হামিদাহ।” তবে সিজদার সময় এরূপ (রফয়ে য়াদাইন) করতেন না।’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩নং)

মহানবী ﷺ এর দেহে চাদর জড়ানো থাকলেও হাত দুটিকে চাদর থেকে বের করে ‘রফয়ে য়াদাইন’ করেছেন। সাহাবী ওয়াইল বিন হুজর ﷺ বলেন, তিনি দেখেছেন যে, নবী ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করলেন, তখন দুই হাত তুলে তকবীর বলে হাত দুটিকে কাপড়ে ভরে নিলেন। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর যখন রুকু করার ইচ্ছা করলেন, তখন কাপড় থেকে হাত দুটিকে বের করে পুনরায় তুলে তকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন। অতঃপর যখন (রুকু থেকে উঠে) তিনি ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললেন, তখনও হাত তুললেন। আর যখন সিজদা করলেন, তখন দুই হাতের চোটের মধ্যবর্তী জায়গায় সিজদা করলেন। (মুসলিম, মিশকাত ৭৯৭ নং)

এই সকল ও আরো অন্যান্য হাদীসকে ভিত্তি করেই তিন ইমাম এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের আমল ছিল এই সূনাহর উপর। কিছু হানাফী ফকীহও এই অনস্বীকার্য সূনাহর উপর আমল করে গেছেন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ইসাম বিন ইউসুফ, আবু ইসমাহ বালখী রুকু যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠার সময় ‘রফয়ে য়াদাইন’ করতেন। (আল-ফাওয়াইদ ১১৬পৃষ্ঠা) বলাই বাহুল্য যে, তিনি দলীলের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর বিপরীতেও ফতোয়া দিতেন। (আল-বাহরুর রাইফ ৬/৯৩, রসূল মুফতী ১/২৮) বলতে গেলে তিনিই ছিলেন প্রকৃত ইমাম আবু হানীফার ভক্ত ও অনুসারী। কারণ, তিনি যে বলে গেছেন, ‘হাদীস সহীহ হলেই সেটাই আমার মযহাব।’

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তাঁর পিতা ইমাম আহমাদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্বাহ বিন আমের হতে বর্ণনা করা হয়, তিনি নামাযে ‘রফয়ে য়াদাইন’ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘নামাযীর জন্য প্রত্যেক ইশারা (হাত তোলার) বিনিময়ে রয়েছে ১০টি করে নেকী।’ (মাসাইল ৬০পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলবানী বলেন, হাদীসে কুদসীতে উক্ত কথার সমর্থন ও সাক্ষ্য মিলে; “যে ব্যক্তি একটি নেকী করার ইচ্ছা করার পর তা আমলে পরিণত করে, তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়---।” (বুখারীঃ, মুসলিম, সহীহ তারগীব ১৬নং, সিয়ফাতু সালাতিন নাবী ৫৬ ও ১২৮- ১২৯পৃষ্ঠা) যেহেতু ‘রফয়ে য়াদাইন’ হল সূনাহ। আর সূনাহর উপর আমল নেকীর কাজ বৈকি?

দেহে শাল জড়ানো থাকলে শালের ভিতরেও কাঁধ বরাবর হাত তোলা সন্নত।

ওয়াইল বিন হুজর ﷺ বলেন, ‘আমি শীতকালে নবী ﷺ এর নিকট এলাম। দেখলাম, তাঁর সাহাবীগণ নামাযে তাঁদের কাপড়ের ভিতরেই ‘রফয়ে য়াদাইন’ করতেন।’ (আবু দাউদ ৭২৯নং)

‘রফয়ে য়াদাইন’ হল মহানবী ﷺ এর সূনাহ ও তরীকা। তার পশ্চাতে হিকমত বা যুক্তি না জানা গেলেও তা সূনাহ ও পালনীয়। তবুও এর পশ্চাতে যুক্তি দর্শিয়ে অনেকে বলেছেন, হাত তোলায় রয়েছে আল্লাহর প্রতি যথার্থ তা’যীম; বান্দা কথায় যেমন ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়’ বলে, তেমনি তার ইশারাতেও তা প্রকাশ পায়। উক্ত সময়ে এই অর্থ মনে আনলে বান্দার নিকট থেকে দুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়। নেমে আসে সে রাজাধিরাজ বিশাধিপতির ভীতি ও তা’যীম।

কেউ বলেন, হাত তোলা হল বান্দা ও আল্লাহর মাঝে পর্দা তোলার প্রতি ইঙ্গিত। যেহেতু এটাই হল বিশেষ মুনাযাতের সময়। একান্ত গোপনে বান্দা আল্লাহর সাথে কথা বলে থাকে। কেউ বলেন, এটা নামাযের এক সৌন্দর্য ও প্রতীক। (আল-মুমতে ৩/৩৪)

কেউ বলেন, ‘রফয়ে য়াদাইন’ হল আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করার প্রতি ইঙ্গিত। অপরাধী যখন পুলিশের রিভালভারের সামনে হাতে-নাতে ধরা পড়ে, তখন সে আত্মসমর্পণ করে হাত দুটিকে উপর দিকে তুলে অনায়াসে নিজেকে সঁপে দেয় পুলিশের হাতে। অনুরূপ বান্দাও আল্লাহর নিকট অপরাধী। তাই বারবার হাত তুলে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়। (কাইফা তাখশাঈনা ফিস সালাহ ৩ ১পৃষ্ঠা দ্রঃ)

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর বিকৃত-প্রকৃতির চিন্তাবিদ রয়েছে, যারা এর যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন, ‘সাহাবীরা বগলে মূর্তি (বা মদের বোতল) ভরে রেখে নামায পড়তেন! কারণ ইসলামের শুরুতে তখনো তাঁদের মন থেকে মূর্তির (বা মদের বোতলের) মহক্বত যায় নি। তাই নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে বারবার হাত তুলতে আদেশ করেছিলেন। যাতে কেউ আর বগলে মূর্তি (বা মদের বোতল) দাবিয়ে রাখতে না পারে।’ (নাউয় বিল্লাহি মিন যালিক।) বক্তার উদ্দেশ্য হল, ‘রফয়ে য়াদাইন’-এর প্রয়োজন তখনই ছিল। পরবর্তীকালে সাহাবীদের মন থেকে মূর্তি (বা মদের বোতল)র মায়া চলে গেলে তা মনসূখ করা হয়!!

এই শ্রেণীর যুক্তিবাদীরা আরো বলে থাকেন, ‘সে যুগে ক্ষুর-ব্লেড ছিল না বলেই দাড়ি রাখত! সে যুগের লোকেরা খেতে পেত না বলেই রোযা রাখত!!’ অর্থাৎ বর্তমানে সে অভাব নেই। অতএব দাড়ি ও রোযা রাখারও কোন প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নেই। এমন বিদ্রূপকারী যুক্তিবাদীদেরকে মহান আল্লাহর দু’টি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিই, তিনি বলেন, “আর যারা মু’মিন নারী-পুরুষদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট গোনাহর ভার নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নেয়।” (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) “অতঃপর ওরা যদি তোমার (নবীর) আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।” (সূরা ক্বাসাস ৫০ আয়াত)

পরন্তু ‘রফয়ে য়াদাইন’ করতে সাহাবীগণ আদিষ্ট ছিলেন না। বরং হযরত রসূলে কারীম ﷺ খোদ এ আমল করতেন। সাহাবীগণ তা দেখে সে কথার বর্ণনা দিয়েছেন এবং আমল করেছেন। তাহলে বক্তা কি বলতে চান যে, ‘তিনিও প্রথম প্রথম বগলে মূর্তি দেবে রেখে নামায পড়তেন এবং তাই হাত ঝাড়তেন?! (নাউয় বিল্লাহি মিন যালিক।)

পক্ষান্তরে ঐ শ্রেণীর নামাযী বক্তারাও তাকবীরে তাহরীমার সময় ‘রফয়ে য়াদাইন’ করে থাকেন। তাহলে তা কেন করেন? এখনো কি তাঁদের বগলে মূর্তিই থেকে গেছে? সুতরাং যুক্তি যে খোঁড়া তা বলাই বাহুল্য।

প্রকাশ থাকে যে, ‘রফয়ে য়াদাইন’ না করার হাদীস সহীহ হলেও তা নেতিবাচক এবং এর বিপরীতে একাধিক হাদীস হল ইতিবাচক। আর ওসূলের কায়দায় ইতিবাচক নেতিবাচকের উপর প্রাধান্য পায়। তাছাড়া কোন যযীফ হাদীস এক বা ততোধিক সহীহ হাদীসকে মনসূখ করতে পারে না। অতএব মনসূখের দাবী যথার্থ নয় এবং এ সূনাহ বর্জনও উচিত নয়।

মওলানা আব্দুল হামীদ মাদানী প্রণীত “স্বালাতে মুবাশশির” বই থেকে উদ্ধৃত